বেদে সম্প্রদায়ের মালবেদে গোত্রের পরিবর্তিত অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার গোপালপুর গ্রাম

(Changing the informal economic system of Malbedy Gotra in the Bedey Community: The context of Gopalpur Village in Munshigonj, Bangladesh)

কাজী মিজানুর রহমান [১]

ARTICLE INFO

Article history
Date of Submission: 06-11-2023
Date of Acceptance: 14-01-2024
Date of Publication: 10-11-2025

Keywords: Bedey Community, Malbedey Gotra, Informal Economy, Gopalpur and Bangladesh

ABSTRACT

This article analyzes the changing informal economic system of Mal Bedey community, a nomadic group of people living on boats in Bangladesh.They are also a marginal group who predominantly practices catching and seling snakes. Customarily, they are snake charmers, dealing with folk healing and merchandizing amulets and other objects. But they no longer live on boats any more, rather, they have now fully settled down on plain land, making a shift in their occupation. At present, Mal Bedey people have already left their traditional occupation and they are now participating in various rural informal sectors earning their livelihood. After leaving their traditional occupations, Mal Bedey community now got engaged in informal occupations facing poverty and lack of employment. In absence of insufficient employment, proper skill and education, people have to select their way of self-employment for their survival. Under these circumstances, an informal economy of this community has emerged in Bangladesh as means of survival. But the significance of their informal economy is not known to all of us which, in fact, requires proper investigation. The key objective of this paper in this context is to assess and explain the scope, significance and socio-economic context of informal sector through multidimensional analysis. The study is based on qualitative approach having collected data by conducting fieldwork in a village named Gopalpur at Lauhajong Upazilla in Munshigonj District. The research methods include observation, purposive sampling, in-depth interviews and case studies. Besides primary source of data, secondary information like reviewing relevant articles, books and recent studies have been done extensively to analyze the subject matter for this paper.

[১] সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

DOI: https://www.doi.org/10.59146/SSP.v18i1.7533

সারসংক্ষেপ

প্রবন্ধটিতে বেদে সম্প্রদায়ের মালবেদে গোত্রের পরিবর্তিতে অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায় কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত, যেমন- মাল, সানদার, বাজিকর, মিরশিকার, সাপুরিয়া, গেইন, টইল্যা ইত্যাদি। উল্লেখ্য, পেশার ভিন্নতার জন্য তাদের এধরনের নামকরণ করা হয়েছে। মালবেদে গোত্রের প্রথাগত বা জাত ব্যবসা হলো সাপ ধরা, সাপ বিক্রি করা, কবিরাজি, সিঙ্গা লাগানো ও তাবিজ বিক্রি করা। মালবেদেরা অতীতে নৌকায় বসবাস করতেন কিন্তু পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, বর্তমানে মালবেদেরা নৌকা ত্যাগ করে ডাঙ্গায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন এবং পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে না পারায় তারা তাদের প্রথাগত বা ঐতিহ্যবাহী পেশা ত্যাগ করে নানা ধরনের অনানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছেন। মালবেদে গোত্রের প্রথাগত ও পরিবর্তিত দুটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই অনানুষ্ঠানিক। মালবেদেরা কর্মসংস্থানের অভাব এবং দারিদ্র্যের কারণে প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে অনানুষ্ঠানিক পেশায় নিয়োজিত হচ্ছে। অর্পযাপ্ত কর্মসংস্থান, সঠিক দক্ষতা এবং শিক্ষার অভাবে মাল বেদেরা টিকে থাকার জন্য আত্মকর্মসংস্থান তৈরি করছেন। মালবেদে গোত্রের মধ্যে বিদ্যমান অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুরুত্ব গভীরভাবে উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করাই প্রদত্ত প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। প্রবন্ধটি গুণগত ও পরিমাণগত উভয় ধরনের তথ্য ও উপাত্তের সংশ্লেষণের মাধ্যমে রচিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার গোপালপুর গ্রামের মালবেদে গোত্র থেকে প্রত্যক্ষ মাঠকর্মের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে পর্যবেক্ষণ, উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন, নিবিড় সাক্ষাৎকার এবং কেস স্টাডি পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করার জন্য প্রাথমিক উৎসের পাশাপাশি দ্বৈতীয়িক ক্ষেত্র, যেমন- বই, জার্নাল, বিভিন্ন গবেষণা, প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

মূলশব্দ

বেদে সম্প্রদায়, মালবেদে গোত্র, অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি, গোপালপুর ও বাংলাদেশ

ভূমিকা

বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলার গোপালপুর গ্রামের বেদে সম্প্রদায়ের মালবেদে গোত্রের পরিবর্তিত অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করাই প্রদত্ত প্রবন্ধটির মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের নিমিত্তে লক্ষণীয় যে, বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের ন্যায় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান একটি উৎস অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এটি একটি ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া যা নীরবে ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলছে। জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে বাংলাদেশের উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলো বিবেচিত হলেও, বিচিত্র ও অসংখ্য অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহের অবদান ও প্রভাব আড়ালেই থেকে যায়। কারণ অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহ রাষ্ট্রের রাজস্বের আওতায় পড়ে না। ফলে তার প্রক্রিয়া, বিস্তার ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের কর্মসংস্থান, জীবনধারা ও পরিসর রাষ্ট্রের নিকট অজানা।

নৃবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বা পরিবর্তনকে ঐ দেশের অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিকে বাদ দিয়ে অনুধাবন করা সম্ভব নয় (Plattner, 1989)। নৃবিজ্ঞান যেহেতু সামগ্রিকতার ওপর বিশেষভাবে জোড়ারোপ করে, তাই আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও অনুসন্ধান করা জরুরি। আর এই অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে জড়িত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। এক্ষেত্রে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণাসমূহে দেখা যায় বিভিন্ন রকম অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা যে শুধুমাত্র জীবিকা নির্বাহ করে তা নয়, বরং অনেকক্ষেত্রে এগুলো তাদের বংশপরম্পরায় পূর্বপুরুষের পেশাও বটে। আবার পরিবর্তনশীল স্থান, কাল ও পাত্রভেদে তারা নতুন নতুন অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত হচ্ছে। এই কর্মকাণ্ডগুলো একদিকে রাষ্ট্রের উন্নয়নে অবদান রাখছে, অন্যদিকে উপরোক্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিসরেও ব্যাপকভাবে ক্রিয়াশীল।

বাংলাদেশের আয়তনের তুলনায় অধিক ও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে বেকারত্ব বা কর্মসংস্থানের (আনুষ্ঠানিক) অভাব তীব্র হওয়ায় স্বল্পপুঁজির মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিসর ও এর সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। সমীক্ষা অনুসারে, বাংলাদেশের প্রায় ৩৫% থেকে ৮৮% কর্মশক্তি অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে নিযুক্ত এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি দেশের জিডিপিতে প্রায় ৪৯% থেকে ৬৪% অবদান রাখে (Yeasin, 2022)। বাংলাদেশে যে সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রয়েছে, তাদের মধ্যে বেদে সম্প্রদায়ের কথা সবার প্রথমে আমাদের মনে আসে। বেদেরা কয়েকটি গোত্রে বিভক্ত, যেমন- মাল, সানদার, বাজিকর, মিরশিকার, সাপুরিয়া, গেইন, টইল্যা ইত্যাদি। এদের একটি গোত্র হচ্ছে মালবেদে। মালবেদেরা পূর্বে নৌকায় বসবাস করতো ও নদীপথে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হতো। মালবেদে জনগোষ্ঠীর প্রথাগত পেশা সাপ ধরা ও বিক্রি করা, কবিরাজী, তাবিজ বিক্রি, দাতেঁর পোকা ফেলা, রসবাতের তেল বেচা, সাপের বিষ ঝাড়া ও সিঙ্গা লাগানো ইত্যাদি। কিন্তু সাম্প্রতিককালে নদীপথের নাব্যতা কমে যাওয়ায় ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে তারা নৌকা ছেড়ে ডাঙায় বসতি স্থাপন করছেন। অন্যদিকে বন, জঙ্গল ও জীববৈচিত্র্য কমে যাওয়ায় এবং বাজার অর্থনীতি ও আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার ব্যাপক প্রভাবের কারণে তারা প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে অধিকাংশই গ্রামগঞ্জে মুদি দোকানদারী, কাঠমিস্ত্রি, দর্জি কাজ, বই বিক্রি, প্রসাধনী বিক্রি, রান্নার লাকড়ি বিক্রি ও দিনমজুরীসহ বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছেন (রহমান, ২০১৪)। এমনি একটি পরিবর্তনশীল আর্থ-সামাজিক জীবনধারার মালবেদে গোত্রের দেখা মিলবে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার হলুদিয়া ইউনিয়নের গোপালপুর গ্রামে। এই মালবেদে গোত্রের মধ্যে বিদ্যমান অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গভীরভাবে উপলব্ধি ও ব্যাখ্যা করাই প্রদত্ত প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

বেদে সম্প্রদায়

প্রথাগতভাবে বাংলাদেশে বেদে শব্দটি দ্বারা যাযাবর একটি জনগোষ্ঠীকে বুঝায়। অনেক সময় বেদেদের 'মাংতা' বলেও ডাকা হয় যার অর্থ ভিক্ষা করা বা ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করা। এছাড়াও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বেদেরা বাইদ্যা হিসেবেও পরিচিত। যদিও বেদেরা বেদে, 'বাইদ্যা' বা মাংতা হিসেবে পরিচিত হলেও তারা এই ধরনের নামকরণকে গ্রহণ করতে চায় না। বাংলাদেশ বেদে সমিতির মতে, ১৯৬০ সন থেকে শিক্ষিত বেদেরা 'যাযাবর' হিসেবে নিজেদের পরিচয় প্রদান ও 'যাযাবর কল্যাণ সমিতি' গঠন করেন। এই সংগঠনটি বাংলাদেশের সব ধরনের বেদে জনগোষ্ঠীকে

সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করে। কিন্তু অধিকাংশ বেদেরা যাযাবর প্রত্যয়টিকে প্রত্যাখান করায় সমিতির নাম বাংলাদেশ সওদাগর সমাজ কল্যাণ সমিতি রাখা হয়েছে (চৌধুরী, ২০০৩)।

জেমস ওয়াইজ প্রথম বাংলাদেশের বেদেদের ৭টি গোত্রের কথা উল্লেখ করেন, যেমন- বাবাজিয়া, বাজিকর, মাল, মিরশিকারী, সাপুড়িয়া, সানদার এবং রাসিয়া (Wise, 1883)। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ যাযাবর কল্যাণ সমিতি তাদের সাংগঠনিক কৌশলপত্রে বেদেদের ১১টি গোত্রে বিভক্ত করেন- বৈদ্য, বাজ, বারশিয়া, কনে, একদুয়ারী, সানদার, মাল, সাপুড়িয়া, বাজিকর, মিরশিকারী এবং রাসিয়া। তবে বাংলাদেশের বেদেদের বিস্তারিত বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন সমাজ বিজ্ঞানী হাবিবুর রহমান। তিনি মোট ১৩টি গোত্রের কথা উল্লেখ করেন। এগুলো হচ্ছে- সানদার, সাপুড়িয়া, বাজিকর, মাল, গাইন, রাসিয়া, বাবাজিয়া, মিরশিকারী, লাউয়া, টেলো, মেলশিয়া, মাংতা, চানপালি ও যোগসন্ন্যাসী এবং বৈদ্য- বাজ- বারসিয়া- কান ও একদুয়ারী (Rahman, 1990)। Chowdhury (1998) বলেন, বেদেরা ৭০০ বছরেরও অধিক সময় ধরে মুন্সিগঞ্জে (পূর্বেকার নাম বিক্রমপুর) বসবাস করে আসছে। মুন্সিগঞ্জের গোপালপুরে বসবাসকারী মালবেদেরা মনে করে, তাদের পূর্বপুরুষের আবাসভূমি ছিল আরব। তাদের পূর্বেকার পেশা সাপ ধরা ও বিক্রি করা, তাবিজ বিক্রি, সিঙ্গা লাগানো। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বাজার অর্থনীতি, উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে তারা প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে বিভিন্ন গ্রামীণ পেশায় অংশগ্রহণ করছেন (রহমান, ২০১৪)।

মালবেদে গোত্র

বেদে সম্প্রদায়ের একটি গোত্র হলো মালবেদে। 'মাল' শব্দটিকে দ্রাবিড় ভাষায় 'মল' বলা হয় । আর 'মল' বলতে বুঝায় পাহাড়ি (লাইজু, ২০১১)। ঢাকা জেলা গেজেটীয়ার থেকে জানা যায়, বেদে সম্প্রদায়ের মালবেদে গোত্রকে উন্নত জাত বলে বিবেচনা করা হয় (ঢাকা জেলা গেজেটীয়ার, ১৯৯৩: পৃ. ১২৩)। Wise (1883) বলেন, 'মাল' শব্দটি সর্ম্পকে মতামত ব্যক্ত করেন এভাবে, 'মাল' শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে সংস্কৃত শব্দ 'মালা' থেকে এবং মালারা ছিল একটি পার্বত্য নৃগোষ্ঠী। তবে ধারণা করা হয়, এরা এক সময় ঢাকার নবাবদের মল বা কুস্তিগির ছিল। আর এভাবেই মাল শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। মালবেদে জনগোষ্ঠী দাঁতের পোকা ফেলানোর দক্ষতার জন্য 'পোকাওয়ালা' নামেও পরিচিত। বিশ্বাস (২০১৫) বলেন, 'মাল' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো "উচ্চ", যেমন- মালভূমি, মালজাত। সে অনুসারে উচ্চ শ্রেণি বেদেদের মাল মানতা বলা হয়। মাল মানতারা দুটি শাখায় বিভক্ত, যেমন- ১) সাপুড়িয়া, ২) বেবাজিয়া। তবে আহমেদ (১৯৯৫) সাপুড়িয়াদেরকে একটি আলাদা সামাজিক শ্রেণি বলে উল্লেখ করেছেন। এরা মজমা করে সাপের খেলা দেখায় এবং নানা রকমের গাছগাছড়া ও তাবিজ-কবজ বিক্রি করেন। আর বেবাজিয়া দলটি জড়ি, বুটি তাবিজ-কবজ বিক্রি করেন এবং পাথর দিয়ে মানুষের ভাগ্য গণনা ও রোগ নিরাময় করেন। এছাড়া সাপ সরবরাহ ও বিক্রির সাথে এরা জড়িত। Wise (1883) বেবাজিয়াকে মানতা বা বেদেদের আলাদা একটি শাখা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ভারতকোষে বেদেদের যে ০৫ টি শাখা উল্লেখ আছে, সেখানে বেবাজিয়া নামে কোন শাখার কথা উল্লেখ নেই (বিশ্বাস, ২০১৫)। লাইজু (২০১১) বলেন, মালবেদের পেশার সাথে গাড়লিদের পেশার মিল রয়েছে, যেমন- গাড়লিদের পেশা হলো সাপ ধরা, সাপের বিষ নামানো, সাপ বিক্রি। এছাড়া তিনি লক্ষ করেন যে, ক্ষেত্র বিশেষে সাপুড়েদের গাড়লি বা বেবাজিয়া বলা হয়। তবে গাড়লিদের সাথে সাপুড়েদের পেশার পার্থক্য রয়েছে, যেমন- সাপুড়েরা সাপ খেলা

দেখাতে পারদর্শী। Ahmed (1962) মালবেদে পেশা সম্পর্কে বলেন, এরা সাপ ধরে এবং বিক্রি করে, সাপে কামড়ানো ব্যক্তির চিকিৎসা করে, দাঁতের পোকা ফেলে, গরুর শিং এর সাহায্যে সিঙ্গা লাগায় এবং ছোট ছুরি অথবা কাকিলা মাছের শুকনো দাঁতের সাহায্যে আঘাত প্রাপ্তরোগীর চিকিৎসা করেন।

অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি

উন্নয়নশীল দেশগুলোর অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক খাত হলো অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি। অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বা সুরক্ষিত নয়। রাষ্ট্র এই খাত থেকে কোনও কর আদায় করে না, কিংবা এটিকে পর্যবেক্ষণও করে না। অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি বোঝাতে পণ্ডিতেরা বিভিন্ন মাত্রা ব্যবহার করেছেন, যেমন- অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি হচ্ছে অনিয়মিত অর্থনীতি (Ferman & Ferman, 1973), ভূগর্ভস্থ অর্থনীতি (Gut man, 1977), কালো অর্থনীতি (Dilnot & Morris, 1981), ছায়া অর্থনীতি (Frey & Pommerehn, 1982), অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি (McCrohan & Smith, 1986)। জনপ্রিয় মিডিয়া অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি বোঝাতে ব্যবহার করেন অদৃশ্য, লুকানো, নিমজ্জিত, ছায়া, অনিয়মিত, নন অফিসিয়াল, অনথিভুক্ত বা গোপন অর্থনীতি (U. S. .Department of Labor, 1992)। এই অর্থনীতি সরকারী হিসাবে নথিভুক্ত হয় না বা অসম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয় (Cited in Losby et al. 2002)। তবে দেশজ মোট উৎপাদন ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর অবদান অনস্বীকার্য। পৃথিবীতে এমন কোন শহর নেই যেখানে ভ্রাম্যমাণ ফেরিওয়ালা নেই। ফেরিওয়ালা থেকে শুরু করে, গৃহস্থালিতে কর্মরত নারী, শহরের বর্জ্য সংগ্রহকারী শিশু শ্রমিক, ভিক্ষুক, চায়ের দোকানদার, পিঠা, দুধ ও সবজি বিক্রেতা সকলেই অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির আওতাভুক্ত। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শ্রমের মূল পাথর্ক্যই হল- প্রথমটি নথিভুক্ত ও অন্যটি নথিবিহীন। অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিকে দুইটি শাখায় বিভক্ত করা যায়, ১। পারিবারিক উদ্যোগ বা প্রতিষ্ঠান: এটা স্বাধীন, নিজস্ব শ্রম, পারিবারিক কর্মী, শিক্ষানবিশ শ্রমিক এবং কোন স্থায়ী কর্মচারী ছাড়াই গঠিত হয় ২। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠান: ৫ থেকে ১০ জনের কম কর্মচারী নিয়ে গঠিত যা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান নয় (International Labour Organization, 1993)।

অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এই শতাব্দীর ৭০ দশক থেকে। এর পেছনে ২টি বিষয়কে মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রথমত, উন্নয়নশীল বিশ্বে ব্যাপকভাবে শিল্পকারখানা গড়ে ওঠা। দ্বিতীয়ত, ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পুঁজিবাদী শিল্পকারখানা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা মূলত চাপিয়ে দেওয়া ব্যবস্থা যা অনুন্নত বিশ্ব বলে পরিচিত দেশগুলোর মানুষের জীবিকার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়নি বরং শোষণ করে দারিদ্র্য থেকে আরও দরিদ্রতর করেছে। এর পূর্বে এসব দেশগুলো সমৃদ্ধশালী ও সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল (Plattner, 1989)। অনানুষ্ঠানিক অকৃষি পেশায় জড়িত ৫৫% অধিক ল্যাটিন আমেরিকায়, ৪৫-৮৫% এশিয়ায় এবং প্রায় ৮০% আফ্রিকায় (Charmes 1998)। সর্বশেষ ILO (2002) হিসেব অনুযায়ী অনানুষ্ঠানিক অকৃষিতে কর্মসংস্থান ৪৮% উত্তর আফ্রিকায়, ল্যাটিন আমেরিকায় ৫১%, এশিয়ায় ৬৫%, সাব-সাহারা আফ্রিকায় ৭২% এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের সাথে কৃষি অন্তর্ভুক্ত হলে ভারতে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়ে অকৃষি ৮৩% থেকে মোট কর্মসংস্থানের ৯৩%, মেক্সিকোতে ৫৫% থেকে ৬২% এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় ২৮% থেকে ৩৪% হয়েছে (Cited in Chen, 2005)। সাব-সাহারা আফ্রিকায় অনানুষ্ঠানিক আত্মকর্মসংস্থান ৭০%, ৬২% উত্তর আফ্রিকায়, ৬০% ল্যাটিন আমেরিকা, ৫৯% এশিয়ায় (ILO, 2002)।

বিশ্বের শ্রমশক্তির (বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে) সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির অংশ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ২০১৮ সালে বিশ্বের অনানুষ্ঠানিক শ্রমশক্তির উপরে প্রথম বারের মতো একটি হিসাব প্রকাশ করেন। এটি অনুযায়ী বিশ্বের ৬১% শ্রমিকই অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। ১৯৬০ এর দশক থেকে এই খাত দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং ১৯৭০-দশকে প্রথম এই শ্রমিকদেরকে অনানুষ্ঠানিক পেশার লোক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বর্তমানে এদের সংখ্যা প্রায় দুই শত কোটি। বিশ্ব অর্থনীতিতে এই খাত ব্যাপক প্রভাব করছে এবং দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসকরণে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ILO (1972) মতে, অনানুষ্ঠানিক খাত হচেছ কাজ করার পদ্ধতি যার বৈশিষ্ট্য ক. সহজ প্রবেশ্যতা খ. নিজস্ব উৎসের উপর নির্ভরতা গ. পারিবারিক মালিকানা ঘ. ক্ষুদ্র পরিসরে কার্যক্রম ঙ. আনুষ্ঠানিক খাতের বাইরে থেকে দক্ষতা অর্জন এবং চ. অনিয়ন্ত্রিত ও প্রতিযোগিতা মূলক বাজার। ILO (2002) অনানুষ্ঠানিক খাতের উপর আয়োজিত আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামে প্রস্তাবে অনানুষ্ঠানিক খাতের চালিকা শক্তিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়- ১। ক্ষুদ্র ব্যবসা/ উদ্যোগের মালিক শ্রমিক, ২। এক ব্যক্তি পরিচালিত ব্যবসা যেখানে মালিক নিজেই শ্রম দেয় এবং কোন শ্রমিক নেই অথবা থাকলেও অবৈতনিক (সাধারণ পারিবারিক সদস্য বা শিক্ষানবিশ), ৩। নির্ভরশীল শ্রমিক (বেতনভুক্ত অথবা অবৈতনিক) যার মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসায় নিয়োজিত শ্রমিক, অবৈতনিক পারিবারিক সদস্য, শিক্ষানবিশ, চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক ও গৃহকর্মী (আহমেদ, ২০১৬)।

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ একটি দ্রুত জনসংখ্যা বর্ধনশীল অঞ্চল। যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ বেকার, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাব থেকেই স্বনির্ভর কিছু কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। যদিও নিম্ন পুঁজির উপর অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির ভিত্তি গঠিত, তবুও এটি দেশের অর্থনীতির জিডিপি (মোট দেশজ উৎপাদন) এবং জিএনপি (মোট জাতীয় উৎপাদন) তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১০ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়ের মোট ৪০% শতাংশের বেশি আয় অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি থেকে এসেছে। যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা এবং সুযোগ থাকার কারণে এটা জাতীয় উন্নয়নের একটি উদঘাটক/প্রভাবক হিসেবে দেখা হচ্ছে। শ্রম দক্ষতার উপর সমীক্ষায় দেখা গেছে শ্রম বাজারে মোট কর্মসংস্থানের ৮৯% শতাংশই অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি। এটি দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং বেকারত্ব দূর করে দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। সর্বোপরি, এ খাত দারিদ্র্য দূর করে মানুষকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করছে (Asian Development Bank, 2010)।

Uzzel (1980) এর মতে, যখন একটি দেশের মূল উৎপাদন পদ্ধতি জনগণের চাহিদা মেটাতে অক্ষম হয়, তখনই অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়তে থাকে। সমাজের দরিদ্র শ্রেণি ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির সাথে সর্বাধিক সম্পৃক্ত। তবে অনুমান করা হয় যে, অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি অতি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ছোট উৎপাদনকারী এবং নৈমিত্তিক কাজের একটি পরিসীমা নিয়ে গঠিত যা অবশেষে আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির সাথে মিশে যাবে এবং অদৃশ্য হয়ে যাবে (Charms 1998)। তবে Onwe (2013) তাঁর গবেষণায় দেখা যায়, অনানুষ্ঠানিক খাত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯৮ সালে Nigerian Institute of Social Economic Research (NISIR) এবং Federal office of Statistics (FOS) এর সহযোগিতায় Central Bank of Nigeria (CBN) দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, নাইজেরিয়ার অর্থনৈতিক খাতের প্রায় ৮৩ শতাংশ

অনানুষ্ঠানিক খাত (Economic Commission for Africa, 2005)। একইভাবে Carr and Chen (2001) বলেন, বিগত দুই দশকে উন্নয়নশীল বিশ্বের সকল অঞ্চলে অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছে।

অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি সম্পর্কে Platner (1989) বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় নিয়ে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছিল তা হলো 'black market', 'moonlighting', 'off the book', 'shadow economy ও 'underground economy' ইত্যাদি। এগুলো সবই অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত। অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের নজরদারি বা নিয়ন্ত্রণ থাকে না, তাই রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত নয়। এটি এমন একটি শাখা বা বিভাগ যা থেকে রাষ্ট্র কোন কর পায় না। কিন্তু দেশজ মোট উৎপাদন ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর অবদান অনস্বীকার্য। অফিসিয়ালি সর্বপ্রথম 'অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি' প্রত্যয়টি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন Hart (1973) তাঁর ILO এর রির্পোটে যেখানে শ্রম বাজারের বিশেষ করে প্রান্তিক সর্বহারা গোষ্ঠী কর্মকাণ্ডসমূহকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। তৃতীয় বিশ্বের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে বোঝার জন্য এই প্রত্যয়টির আবির্ভাব হয়েছিল। Keith Hart এই রির্পোটে অর্থনৈতিক আয়ের একটি দ্বৈত মডেল প্রদান করেন যা পরবর্তীতে 'Dual economic theory' হিসেবে পরিচিত পায়। তাঁর মতে, শ্রমবাজারে দুই ধরনের proletariat দেখা যায়- মজুরি/বেতন নির্ভর এবং স্ব-নির্ভর আয় (self employed)। এদের মধ্যে দ্বিতীয়টিকে তিনি অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির ক্যাটাগরিতে অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তীতে Feige (1989) অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিকে 'Underground economy' বা 'Unreported economy' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। কারণ তিনি বলেন, এধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বিশেষত সমাজ বিজ্ঞানেও 'অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিকে' এক ধরনের 'ceremonial activities' হিসেবে আখ্যায়িত করা হত। কারণ অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি বলতে সমাজবিজ্ঞানে এমন সব দ্রব্য বা পণ্য উৎপাদনকে বুঝানো হতো যা রাষ্ট্র কর্তৃক অবৈধ ও নাগরিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর। এদিকে Naylor (2005) অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির নাম দেন "Underground Economy"। কিন্তু তিনি Underground Economy কে Black Market এর সাথে সম্পর্ক করে দেখেননি বরং এটাকে মুক্তবাজার অর্থনীতির এবং কর্মসংস্থান ও উন্নয়নের নতুন এক দিক হিসেবে দেখেছেন। যাই হোক, অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির সাথে জড়িত তাদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন- ১। মালিক বা নিয়োগকর্তা: ক। অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের মালিক খ। অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান নিজেই পরিচালনা করে। ২। আত্মকর্মসংস্থান: ক। নিজস্ব শ্রম খ। পারিবারিক ব্যবসার প্রধান গ। পারিবারিক শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দেয় না ৩। মজুরি শ্রমিক: ক। অনানুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী খ। নৈমিত্তিক শ্রমিক যারা স্থায়ী নিয়োগ না গ। গৃহের শ্রমিক (শিল্পের বাইরের শ্রমিকও বলা হয়) ঘ। গৃহস্থালী শ্রমিক ঙ। পার্ট টাইম শ্রমিক চ। অনিয়মিত শ্রমিক (Chen, 2004)।

গবেষণা পদ্ধতি

প্রবন্ধটি নৃবিজ্ঞানে বহুল ব্যবহৃত গুণগত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে মাঠকর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করে সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। এছাড়া প্রবন্ধটি বস্তুনিষ্ঠ করার নিমিত্তে পরিমাণগত পদ্ধতির মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণার শুরুতে গোপালপুর গ্রামে একটি খানা জরিপ পরিচালিত হয়। এতে করে গ্রামটিতে মালবেদে গোত্রের জনসংখ্যা, খানার সংখ্যা, তাদের বিভিন্ন

অনানুষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্টতা, মাসিক আয়, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্থাৎ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি সম্যক পরিচিতি পাওয়া যায়। জরিপ অনুযায়ী গোপালপুর গ্রামে মাল বেদে খানা সংখ্যা ২৫৫টি এবং মোট বেদে সংখ্যা ১৪১৫ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ৭৩০ জন এবং নারী ৬৮৫ জন। অতঃপর খানা জরিপ শেষে গবেষক প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেক ও যৌক্তিক বিচার বিশ্লেষণ করে তথ্য সংগ্রহের জন্য উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের মাধ্যমে ৫৫ জন তথ্যদাতা নির্বাচন করেন। তন্মধ্যে ৩০ জন প্রথাগত পেশায় (১৮ জন নারী , ১২জন পুরুষ) এবং ২৫জন পরিবর্তিত পেশা অর্থাৎ অনানুষ্ঠানিক পেশায় জড়িত (১৭জন পুরুষ, ৮ জন নারী)। আধা-কাঠামোগত প্রশ্নমালা অনুসারে নির্বাচিত ৫৫ জন তথ্যদাতার নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি প্রত্যক্ষ ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও মূল তথ্যদাতাদের সাথে দীর্ঘ সময়ব্যাপী কথোপকথনের মাধ্যমে মালবেদে গোত্রের ইতিহাস, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ও পেশা পরিবর্তনের কারণ, আচার রীতি নীতি, মূল্যবোধ উপলব্ধি বা বোঝার চেষ্টা করা হয়। মাঠকর্ম সম্পাদনের পাশাপাশি বেদে সম্প্রদায় ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির উপর পরিচালিত গবেষণাকর্ম, বই ও প্রবন্ধ মাধ্যমিক তথ্যের উৎস হিসেবে প্রবন্ধটিকে সমৃদ্ধ করেছে। মাঠকর্ম থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে যাচাই ও ক্রসচেক করার জন্য দলগত আলোচনা পরিচালিত হয়। লেখক মালবেদে গোত্রের ওপর ৪টি দলগত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। প্রত্যেকটি দলগত আলোচনায় ১০-১২ জন নানা বয়সের মালবেদে নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন। প্রাপ্ত তথ্যগুলোকে বাস্তবিকভাবে উপস্থাপন করার জন্য তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার থেকে কেস স্টাডি পরিচালনা করেন। গবেষণাটির প্রথম পর্বের মাঠকর্ম ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারী থেকে মার্চ পর্যন্ত চলার পর করোনার কারণে মাঠকর্ম সাময়িকভাবে স্থগিত করেন। পরবর্তীতে দ্বিতীয় পর্বের মাঠকর্ম ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর খেকে নভেম্বর পর্যন্ত করেন। করোনার কারণে পুনরায় মাঠকর্ম স্থগিত করেন। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরবর্তীতে তৃতীয় পর্যায়ে মার্চ ২০২২ থেকে বিরতি দিয়ে দিয়ে ডিসেম্বরে গবেষণাটি সম্পন্ন করেন।

গবেষধীণ এলাকা

মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং থানার হলুদিয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামের বেদে সম্প্রদায়ের মালবেদে গোত্র থেকে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গ্রামটি হলুদিয়া ইউনিয়নের ৪নং ওর্য়াড এর মধ্যে অবস্থিত। গোপালপুর গ্রামে গৃহস্ত (বাঙালি মুসলমান), হিন্দু, ঋষি ও মালবেদে জনগোষ্ঠী বসবাস করে। গোপালপুর গ্রামে মোট মালবেদে জনসংখ্যা ১৪১৫ জন। কিন্তু যখন অস্থায়ী বেদেরা এ গ্রামে আসে তখন বেদে সংখ্যা ১০০০০-১৫০০০ জন হয়ে যায় (সর্দার নজরুল ইসলামের মতে)। এছাড়া দেখা যায়, গোপালপুর গ্রামে ১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২টি মাদ্রাসা, ৪টি মসজিদ, ৩টি মন্দির, ১টি বাজার, ১টি ক্লাব, ১টি পোস্ট অফিস,ও ১টি পুকুর আছে। এখানে সপ্তাহে মঙ্গলবার হাট বসে। গোপালপুর গ্রামের পাশের গ্রামে একটি হাইস্কুল আছে, এছাড়া লৌহজং থানায় ২টি সরকারী কলেজ রয়েছে এবং পার্শ্ববর্তী শ্রীনগর থানায়ও একটি সরকারী কলেজ রয়েছে। মালবেদেরা বাড়িতে হাঁস, মুরগি ও ছাগল পালন করে। এছাড়া বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সবজির চাষ করে থাকে। এ গ্রামের গৃহস্থ (বাঙালি মুসলমান), হিন্দু ও বেদে সকলের বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগ আছে। তাদের ঘরে ফ্রিজ, টিভি ও টেপ রেকর্ডার রয়েছে। তবে কয়েকটি পরিবারের ঘরে এখনও বিদ্যুৎ সংযোগ নেই । কিন্তু মালবদেরা মূলত ব্যবসায়ী শ্রেণি বলে তাদের কেউ কৃষিকাজ করে না। তবে মজুরি শ্রমিক হিসেবে অনেকে কৃষি জমিতে কাজ করে। উল্লেখ্য, মালবেদেদের ঐতিহ্যবাহী পেশায় মন্দার কারণে বর্তমানে

তাদের অনেকে কৃষি কাজ করতে চাইলেও তা পারে না। কারণ তাদের কৃষি জমি নাই। উল্লেখ্য যে, মালবেদেরা বর্ষাকালে (আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে) ব্যবসায়িক কাজে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় এবং কার্তিক-অগ্রহায়ণ (শুকনো মৌসুমে) মাসে গোপালপুর গ্রামে চলে আসে। বর্তমানে মালবেদেরা ঈদুল আযহার (কোরাবানির ঈদের সময়) সময় গোপালপুর গ্রামে চলে আসে এবং সকলে একসাথে একত্রিত হয়ে ঈদুল আযহা উদযাপন করে ও পশু কোরবানি দেয়। উল্লেখ্য যে, এই সময় মালবেদে নারী-পুরুষের বিয়ে সম্পন্ন হয় এবং বিভিন্ন বিষয় ও নানা অপরাধের সালিশ বা বিচার নিস্পত্তি হয়।

ফলাফল বিশ্লেষণ

গবেষণায় দেখা যায়, মালবেদেরা অনানুষ্ঠানিক পেশা বা অর্থনীতিতে প্রবেশের মধ্যে দিয়ে যেমন তাদের বেকারত্ব দূর হচ্ছে, পাশাপাশি তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। উল্লেখ্য, মালবেদে জনগোষ্ঠীর প্রথা অনুযায়ী অতীতে শুধু নারীরা জীবিকার প্রয়োজনে সিঙ্গা লাগানো, ঝাড়ফোঁক ইত্যাদি সেবা নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতো, অন্যদিকে পুরুষরা ঘরে থেকে রান্না ও সন্তান লালন পালন করতো। তবে বর্তমানে নারী-পুরুষ উভয়ই ঘরে বাহিরে কাজ করেন। নিম্নে মালবেদে জনগোষ্ঠীর অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্লেষণ করা হল-

সারণি-০১ : মালবেদে গোত্রের নির্বাচিত উত্তরদাতাদের লিঙ্গভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান বিন্যাস

১। প্রথাগত পেশার তালিকা	**তথ্যদাতার সংখ্যা**	**পুরুষ সংখ্যা**	**নারী সংখ্যা**
সাপ ধরা ও বিক্রি	৫ (৯.০৯%)	৫ (৯.০৯%)	০ (০%)
কবিরাজী (ভেষজ ঔষধ বিক্রি)	৭ (১২.৭৩%)	৫ (৯.০৯%)	২ (৩.৬৪%)
সিঙ্গা লাগানো ও দাঁতের পোকা তোলা	১৩ (২৩.৬৩%)	০ (০%)	১৩ (২৩.৬৩%)
ঝাড়-ফোঁক ও তাবিজ বিক্রি	৩ (৫.৪৫%)	১ (১.৮২%)	২ (৩.৬৪%)
কড়ি মালা ও মাছের কাটা বিক্রি	২ (৩.৬৪%)	১ (১.৮২%)	১ (১.৮২%)
মোট তথ্যদাতা	৩০ জন (৫৪.৫৫%)	১২ জন (২১.৮২%)	১৮ জন (৩২.৭৩%)

২। অনানুষ্ঠানিক পেশার তালিকা	**তথ্যদাতার সংখ্যা**	**পুরুষ**	**নারী**
পানি বিক্রেতা	৩ (৫.৪৫%)	৩ (৫.৪৫%)	০ (০%)
অটো চালক	২ (৩.৬৪%)	২ (৩.৬৪%)	০ (০%)
হকারি বা ফেরি	৩ (৫.৪৫%)	২ (৩.৬৪%)	১ (১.৮২%)
ভিক্ষা বা চেয়ে খায়	৩ (৫.৪৫%)	০ (০%)	৩ (৫.৪৫%)
চা-কফি বিক্রেতা	২ (৩.৬৪%)	২ (৩.৬৪%)	০ (০%)

ভ্যান চালক	২ (৩.৬৪%)	২ (৩.৬৪%)	০ (০%)
মোদি ও কাপড়ের দোকানদার	২ (৩.৬৪%)	০ (০%)	২ (৩.৬৪%)
কাঠের ব্যবসা	১ (১.৮২%)	১ (১.৮২%)	০ (০%)
হোটেল ব্যবসা	১ (১.৮২%)	১ (১.৮২%)	০ (০%)
টেইলারী	১ (১.৮২%)	০ (০%)	১ (১.৮২%)
মাদক ব্যবসা	১ (১.৮২%)	১ (১.৮২%)	০ (০%)
রিক্সা চালক	১ (১.৮২%)	১ (১.৮২%)	০ (০%)
রাজ মিস্ত্রী	১ (১.৮২%)	১ (১.৮২%)	০ (০%)
সেলুনের দোকান	১ (১.৮২%)	১ (১.৮২%)	০ (০%)
পিঠা বিক্রেতা	১ (১.৮২%)	০ (০%)	১ (১.৮২%)
মোট তথ্যদাতা	২৫ জন (৪৫.৪৫%)	১৭ জন (৩০.৯০%)	৮ জন (১৪.৫৫%)
মোট তথ্যদাতা (প্রথাগত পেশা এবং অনানুষ্ঠানিক পেশা)	৫৫ জন (১০০%)	২৯ জন (৫২.৭৩%)	২৬ জন (৪৭.২৭%)

(উৎস: মাঠকর্ম, ২০২০-২২)

সারণি-০১ এ মোট ৫৫ জন তথ্যদাতার মধ্যে, ৩০ জন (৫৪.৫৫%) প্রথাগত পেশার ১২ জন পুরুষ (২১.৮২%) ও ১৮ জন নারী (৩২.৭৩%) এবং ২৫ জন (৪৫.৪৫%) অনানুষ্ঠানিক পেশার ১৭ জন পুরুষ (৩০.৯০%) ও ৮ জন নারী (১৪.৫৫%)। বিন্যাসটিতে দেখা যাচ্ছে, প্রথাগত পেশায় পুরুষের চেয়ে নারীর অংশগ্রহণ বেশি। অন্যদিকে অনানুষ্ঠানিক পেশায় নারীদের চেয়ে পুরুষের অংশগ্রহণ বেশি।

সারণি-০২ : নির্বাচিত উত্তরদাতাদের পেশাভিত্তিক আয় ও সঞ্চয় বিন্যাস

দফা	**অনানুষ্ঠানিক পেশা**			**প্রথাগত পেশা**			**মোট নির্বাচিত উত্তরদাতার সংখ্যা**
মাসিক গড় আয় (আনুমানিক টাকা)	**তথ্যদাতার সংখ্যা**	**সঞ্চয় করে**	**সঞ্চয় করে না**	**তথ্যদাতার সংখ্যা**	সঞ্চয় করে	সঞ্চয় করে না	
৪০০০-১০০০০	১৯ জন (৩৪.৫৫%)	০ জন (০%)	১৯ জন (৩৪.৫৫%)	৩০ জন (৫৪.৫৫%)	১ জন (১.৮২%)	২৯ জন (৫২.৭৩%)	

১০০০০-১৫০০০	৪ জন (৭.২৭%)	১ জন (১.৮২%)	৩ জন (৫.৪৫%)	০ জন (০%)	০ জন (০%)	০ জন (০%)	৫৫ জন
১৫০০০-২০০০০	২ জন (৩.৬৪%)	২ জন (৩.৬৪%)	০ জন (০%)	০ জন (০%)	০ জন (০%)	০ জন (০%)	
মোট তথ্যদাতার সংখ্যা	২৫ জন (৪৫.৪৫%)	৩ জন (৫.৪৫%)	২২ জন (৪০%)	৩০ জন (৫৪.৫৫%)	১ জন (১.৮২%)	২৯ জন (৫২.৭৩%)	১০০%

(উৎস: মাঠকর্ম, ২০২০-২২)

সারণি-০২ এ, তথ্যদাতাদের আয় ও পেশাভিত্তিক সঞ্চয় বিন্যাস দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, ৫৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৫ জন (৪৫.৪৫%) অনানুষ্ঠানিক পেশায় জড়িত যার মধ্যে ৩ জন (৫.৪৫%) সঞ্চয় করে এবং ২২ জন (৪০%) সঞ্চয় করে না। আবার ৫৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩০ জন (৫৪.৫৫%) প্রথাগত পেশায় জড়িত যার মধ্যে ১ জন (১.৮২%) সঞ্চয় করে এবং ২৯ জন (৫২.৭৩%) সঞ্চয় করে না।

সারণি-০৩ : নির্বাচিত উত্তরদাতাদের ঋণ বিন্যাস

দফা/ তালিকা	অনানুষ্ঠানিক পেশা	প্রথাগত পেশা	মোট (ঋণ আছে ও ঋণ নেই)
ব্যাংক ঋণ	১ জন (১.৮২%)	০ জন (০%)	১ জন (১.৮২%)
এনজিও থেকে ঋণ	১ জন (১.৮২%)	০ জন (০%)	১ জন (১.৮২%)
মহাজনের কাছ থেকে ঋণ	১ জন (১.৮২%)	১ জন (১.৮২%)	২ জন (৩.৬৪%)
আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ঋণ	২ জন (৩.৬৪%)	১ জন (১.৮২%)	৩ জন (৫.৪৫%)
ঋণ আছে	৫ জন (৯.০৯%)	২ জন (৩.৬৪%)	৭ জন (১২.৭৩%)
ঋণ নেই	২০ জন (৩৬.৩৬%)	২৮ জন (৫০.৯১%)	৪৮ জন (৮৭.২৭%)
মোট তথ্যদাতার সংখ্যা	২৫ জন (৪৫.৪৫%)	৩০ জন (৫৪.৫৫%)	৫৫ জন (১০০%)

সারণি-০৩- এ দেখা যায়, ৫৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২৫ জন অনানুষ্ঠানিক পেশায় যাদের ১ জন (১.৮২%) ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে, ১ জন (১.৮২%) এনজিও থেকে ঋণ নিয়েছে, মহাজন থেকে ঋণ নিয়েছে ১ জন (১.৮২%) আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে ২ জন (৩.৬৪%), কোন ঋণ গ্রহণ করেনি ২০ জন (৩৬.৩৬%) এবং ৫৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩০ জন প্রথাগত পেশায় যাদের মধ্যে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছে ০ জন (০%), এনজিও থেকে ঋণ নিয়েছে ০ জন (০%), মহাজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে ১ জন (১.৮২%), আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ঋণ নিয়েছে ১ জন

(১.৮২%), ঋণ নেই ২৮ জনের (৫০.৯১%)। সারণিতে দেখা যাচ্ছে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণের প্রবনতা বেশি

মালবেদে গোত্রের অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান

রাষ্ট্রের কাঠামোগত ব্যবস্থায় দ্রুতবর্ধনশীল জনসংখ্যার জন্য যথেষ্ট কর্মসংস্থান নেই। ফলে কাঠামোগত অর্থনীতির অর্থনৈতিক উন্নয়ন মালবেদে জনগোষ্ঠীর কাজের নিশ্চয়তা দিচ্ছে না। তাই অনেক বেদে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে যুক্ত হচ্ছে। মালবেদে জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা যে হারে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, রাষ্ট্রে সে হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, মালবেদে জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার হার খুব কম, পাশাপাশি বৃহৎ সমাজের সাথে তাদের যোগাযোগ কম থাকায়, রাষ্ট্রে যে সীমিত সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে বেদেরা অংশগ্রহণ করতে পারছে না । এমন অবস্থায় মালবেদেরা নিজ উদ্যোগে স্বল্প পুঁজি নিয়ে অনানুষ্ঠানিক পেশায় অংশগ্রহণ করছেন এবং আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন। বেসরকারী গবেষণা সংস্থা সানেম (২০১৮) এর গত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট পর্যালোচনায় বলা হয়, ২০০5 থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে বছরে ১৩ লাখ ৪০ হাজার এবং ২০১০ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত হয়েছে ১৩ লাখ ৩৩ হাজার। সর্বশেষ ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে বছরে মাত্র ৪ লাখ ৫৭ হাজার। ফলে দেখা যাচ্ছে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লেও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না। রাষ্ট্রে কর্মসংস্থানের অভাব এবং মালবেদেদের অদক্ষতার কারণে তাদের কর্সংস্থান হচ্ছে না। ফলে জীবিকার প্রয়োজনে মালবেদে গোত্র স্বউদ্যোগে স্বল্প পুঁজি নিয়ে অনানুষ্ঠানিক ব্যবসা শুরু করছেন। একটি কেস স্টাডির মাধ্যমে বিষয়টি উপস্থাপন করা হল-

কেস স্টাডি-১

> মোঃ সোলেমান (২৬) গোপালপুর গ্রামে বাস করেন। তার পিতা ইকরামুল ইসলাম (৫৫) প্রথাগত কবিরাজী পেশায় জড়িত এবং মা আমেনা বেগম (৪৮) অতীতে সিঙ্গা লাগানো ও দাঁতের পোকা ফেলানো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতো। তবে বর্তমানে তিনি প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে গৃহস্থালির কর্মকাণ্ড করছেন। সোলেমান তিন ভাই ও দুই বোনের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। গোপালপুর গ্রামে স্থায়ী বসবাসের কারণে সোলেমানের স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হয়। সোলেমানের অন্যান্য ভাই-বোনেরা স্কুলে যাওয়া শুরু করলেও অভাব অনটনের কারণে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। শুধু সোলেমান লেখাপড়া চালিয়ে যায়। সোলেমান এইচ.এস.সি. পাশ করার পর সরকারী চাকরীর জন্য অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু পায়নি। তারপর বেশ কিছুদিন বেকার থাকার পর বাবা, ভাই ও নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকে ধার করে স্বল্প পুঁজি দিয়ে গোপালপুর বাজারে কাঠের ব্যবসা শুরু করেন। কাঠের ব্যবসায় সোলেমানের মাসে আয় হয় ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। তিনি প্রতি মাসে ব্যাংকে এক হাজার টাকা জমা রাখে। অনানুষ্ঠানিক পেশায় দেখা যাচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। সোলেমানের স্ত্রী অতীতে সিঙ্গা লাগাতো ও কড়ি মালা বিক্রি করতো, কিন্তু বর্তমানে সোলেমানকে কাঠের ব্যবসায় সহযোগিতা করছেন।

সোলেমানের সংসারে এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে সোলেমান এখন সুখের জীবন অতিবাহিত করছেন।

মালবেদে জনগোষ্ঠীর একটা অংশ ভিক্ষা করে বা চেয়ে খায়। আবার অনেকে বৃহৎ সমাজের কাছ থেকে দান-খয়রাত গ্রহণ করে থাকে। বর্তমান গবেষণার ২৫ (অনানুষ্ঠানিক পেশা) জন তথ্যদাতার মধ্যে ৩ জন ভিক্ষা করে বা চেয়ে খায় অর্থাৎ দান-খয়রাত খায়। মালবেদেরা বিশেষ করে নারী ও কিশোরীরা রঙিন কাপড় পড়ে বাজারে, রাস্তাঘাটে এবং গ্রামে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে বা চেয়ে খায়। এক্ষেত্রে ছোট বা বড় সাপ দিয়ে নানারকম কসরত দেখিয়ে, অনেক সময় ভয় দেখিয়ে চাউল, টাকা পয়সা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী দাবি করেন। অনেক সময় দাবিকৃত দ্রব্য সামগ্রী না দিলে, বেদে নারীরা নিজের হাতে জোর করে নিয়ে নেয় বা চুরি করেন। এছাড়া মালবেদে নারীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় এবং গৃহস্থ পরিবার থেকে দান-খয়রাত গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, বেদে পুরুষরাও দান-খয়রাত গ্রহণ করেন। পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে মালবেদে নারী ও কিশোরীরা গ্রাম বা বাজারে কোন বিয়ে বা মৃত্যু বার্ষিকী অনুষ্ঠান হলে বিনা দাওয়াতে খেয়ে আসেন। খাবার না দিলে অনেক সময় ঝগড়া বিবাদ করে এবং নির্যাতনের শিকার হয়। এদিকে অনেক মালবেদে ভিক্ষা বা দান-খয়রাতের মাধ্যমে তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটাচ্ছে, যেমন- তারা জমি ক্রয় করে ঘর-বাড়ি তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। ড. আকবর আলী খানের "পরার্থপরতার অর্থনীতি" বইয়ে গরীবের অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যেখানে তিনি দেখিয়েছেন দান-খয়রাত কিভাবে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির একটি অংশ হতে পারে। তাঁর মতে, দান খয়রাতের অর্থনীতি, অর্থনীতির জন্মলগ্ন হতেই সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির উপর প্রভাব রাখতে পারে। এ লক্ষ্যে আঠার শতকের ইংল্যান্ডে রানী প্রথম এলিজাভেথের সময় হতে ইংল্যান্ডে গরীব আইন (Poor Law) চালু ছিল (খান, ২০০০)।

মালবেদে গোত্রের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা ও সম্পর্ক উন্নয়নে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির প্রভাব

মালবেদে গোত্রের প্রথাগত পেশা বৃহৎ সমাজের মানুষ হেয় চোখে দেখে যেমন সাপ ধরা ও বিক্রি, কবিরাজী, সিঙ্গা লাগানো, তাবিজ বিক্র, ঝাড়ফোঁক ইত্যাদি। প্রথাগত পেশার প্রয়োজনে নারীর ঘুরে বেড়ানোকে গৃহস্থরা নেতিবাচক চোখে দেখে। এছাড়া প্রথাগত পেশায় অর্জিত আয় দিয়ে সংসারের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় না এবং সংসারে টানাপোড়েন লেগেই থাকে। ফলে মালবেদে জনগোষ্ঠী প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে বিভিন্ন গ্রামীণ অনানুষ্ঠানিক পেশা গ্রহণ করছেন, যেমন- পুরুষরা কাঠের ব্যবসা, ভ্যান ও অটো চালায়,হকারি করে এবং অনেকে মুন্সিগঞ্জের মাওয়া ঘাটে পানি বিক্রি করেন। আর বেদে নারীরা দর্জি, মোদি দোকানদারী ও পিঠা ইত্যাদি বিক্রি করেন। তবে কিছু মালবেদে নারী-পুরুষ অবৈধ (যেমন- ইয়াবা, হেরোইন) ব্যবসার সাথে জড়িত। উল্লেখ্য যে, মালবেদে জনগোষ্ঠী প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে নতুন গ্রামীণ অনানুষ্ঠানিক পেশা গ্রহণের ফলে বৃহৎ সমাজ অতীতের তুলনায় অনেকটা সম্মানের চোখে দেখে। আবার মালবেদে জনগোষ্ঠীর অনানুষ্ঠানিক পেশায় অংশগ্রহণের ফলে কিছুটা আয়ও বুদ্ধি পেয়েছে। ফলে দেখা যায়, তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় পারিবারিক সম্পর্ক উন্নতি সাধিত হয়েছে। তবে তাদের অবৈধ ব্যবসাকে বৃহৎ জনগোষ্ঠী সন্দেহের চোখে দেখে থাকে। ILO (২০০২) সালের অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির বিষয়ে একটি কনফারেন্স আয়োজন করে, যেখানে অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহকে মর্যাদাসম্পন্ন কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয় ও এর সাথে যুক্ত শ্রমিকের যথাযথ স্বার্থ চিহ্নিত করে তা মর্যাদাসম্পন্নভাবে বিবেচনার আহবান করা হয় (উদ্ধৃত, আহমেদ, ২০১৬)।

কেস স্টাডি-২

ছমিরন বেগম (২৫) স্বামী বদরুল আলম ও তিন সন্তান (দুই ছেলে ও এক মেয়ে) নিয়ে গোপালপুর গ্রামে স্থায়ী ভাবে বসবাস করেন। ছমিরন অতীতে প্রথাগত পেশায় জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু প্রথাগত পেশায় যে উর্পাজন হতো তা দিয়ে সংসার ঠিকমতো চলতো না। এছাড়া প্রথাগত পেশাকে বৃহৎ সমাজ নেতিবাচক চোখে দেখে। অর্থাৎ কোন ইজ্জত দেয় না। আর এই কারণেই ছমিরন প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে মোদি দোকান ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে ছমিরন প্রতি মাসে ৮ থেকে ৯ হাজার টাকা আয় করেন। ছমিরন সংসার সুন্দর করে পরিচালনা করেও প্রতি মাসে ৫০০ টাকা করে ব্যাংকে জমা রাখে। ছমিরনের মতে, বৃহৎ সমাজ অতীতের মতো আমাকে এখন আর নেতিবাচক চোখে দেখে না। অভাবের কারণে অতীতে সংসারে টানাপোড়েন লেগেই থাকতো। তবে বর্তমানে অনানুষ্ঠানিক পেশায় আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শান্তি বিরাজ করছে।

কিশোর-কিশোরীদের অনানুষ্ঠানিক পেশায় অংশগ্রহণ

মালবেদে জনগোষ্ঠীর প্রথাগত পেশায় যে আয় হয়, তা দিয়ে পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ হয় না। আবার পেশার প্রয়োজনে মালবেদেরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়। দরিদ্রতা এবং পেশার প্রয়োজনে ঘুরে বেড়ানের কারণে মালবেদে কিশোর-কিশোরীদের স্কুলে যাওযার সুযোগ হয় না। আবার যাদের স্কুলে যাওয়ার সুযোগ হয়, তারা কিছুদিন স্কুলে যাওয়ার পর, অন্যান্য কিশোর-কিশোরীদের মতো স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। ফলে শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের অভাবে মালবেদে কিশোর-কিশোরীরা নিজ উদ্যোগে স্বল্প পুঁজি নিয়ে বিভিন্ন গ্রামীণ অনানুষ্ঠানিক পেশায় অংশগ্রহণ করছেন। এছাড়া আধুনিকায়ন ও বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রথাগত পেশায় উর্পাজন কম হওয়ায় মালবেদে কিশোর-কিশোরীরা বৃহত্তর সমাজের অনানুষ্ঠানিক পেশায় জড়িয়ে পড়ছেন। কিশোররা মাওয়া ঘাটে পানি ও চা-কফি বিক্রি করেন, বাজারে জোয়া খেলে, হোটেলে কাজ করেন এবং মাদক ব্যবসার সহযোগী হিসাবে কাজ করছে। আর কিশোরীরা ভিক্ষা বা চেয়ে খায়, ফেরি করে এবং বাজারে জোয়া খেলে ইত্যাদি।

কেস স্টাডি-৩

ছামেউল (১৩) বাবা-মায়ের সাথে গোপালপুর গ্রামে বাস করেন। প্রথাগত পেশার প্রয়োজনে মা গ্রাম করেন এবং বাবা বিদেশ করেন। মাঝে মাঝে ছামেউল মা-বাবার সাথে গ্রাম ও বিদেশ করতেন। আর এই জন্য ছামেউলের লেখাপড়া হয়নি। এখানে গ্রাম করা বলতে অর্থ হল পেশার প্রয়োজনে সকালে বের হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে সন্ধ্যার মধ্যে ঘরে ফিরে আসাকে বুঝায়। আর বিদেশ করা অর্থ হল পেশার প্রয়োজনে বের হয়ে এক মাস বা ছয় মাস পর ঘরে ফিরে আসাকে বুঝায়। বৃহত্তর সমাজের প্রভাবে প্রথাগত পেশার প্রতি ছামিউলের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আর এই কারণেই ছামিউল প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে অনানুষ্ঠানিক পেশায় জড়িত হন। ছামিউল মাওয়া ফেরি ঘাটে ফেরি করে পানি বিক্রি করতো। এতে ছামিউলের গড়ে প্রতিদিন ৩০০/৪০০ টাকা উর্পাজন হতো। উপার্জিত টাকা ছামেউল কিছু খরচ করে এবং খরচ বাদে অবশিষ্ট

অর্থ মা-বাবার কাছে জমা রাখতো। বর্তমানে পদ্মা ব্রীজ হওয়ায় ফেরিঘাটের ব্যবসা মরে গেছে। ফলে ছামেউল কিছুদিন বেকার থাকার পর মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েন।

মাদক ব্যবসা এবং অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি

গবেষণাধীণ মালবেদে গোত্র তাদের প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে বিভিন্ন গ্রামীণ অনানুষ্ঠানিক পেশায় অংশগ্রহণ করছেন। এমন প্রেক্ষাপটে মালবেদে জনগোষ্ঠীর একটা অংশ দরিদ্রতা এবং কর্মসংস্থানের অভাবে বিভিন্ন অবৈধ ব্যবসা, যেমন- চোরা কারবার ও মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত। কারণ মাদক ব্যবসা বিশেষ করে ইয়াবা ব্যবসায় তাদের পর্যাপ্ত আয় হয়। চোরা কারবার, মাদক ব্যবসায় মালবেদে জনগোষ্ঠীর অনেকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েক জন ব্যাংকে টাকা সঞ্চয় করছে এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতির ফলে তারা জমি ক্রয় করে গোপালপুর গ্রামে বিল্ডিং তৈরি করে স্থায়ী ভাবে বসবাস করছেন। আবার অনেকে পাকা টিনের ঘর তৈরি করে বসবাস করছেন। মাদক ব্যবসায়ীদের ধরার জন্য পুলিশ মাঝে মাঝে অভিযান চালায়।

কেস স্টাডি-৪

ইমামুল হক (২৭) স্ত্রী ও চার সন্তান নিয়ে গোপালপুর গ্রামে বসবাস করেন। ইমামুল পরিবারের আর্থিক অভাব অনটনের কারণে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করার পর আর স্কুলে যায়নি। তিনি প্রথমে বাবার সাথে প্রথাগত পেশার প্রয়োজনে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতো। দেশের বিভিন্ন বাজারে এবং মেলায় ঘুরে বেড়ানো তার জন্য কষ্টকর ছিল। পরবর্তীতে ইমামুল বাবার সাথে পেশার প্রয়োজনে বাহিরে যেতো না এবং গ্রামে কর্মসংস্থানের অভাবে ঘুরে বেড়াতো। একটা সময় ১৪ বছর বয়সে নিজ পছন্দে তিনি বাল্য বিয়ে করেন। বিয়ের পর আর্থিক অনটনের কারণে সংসারে টানা পোড়েন শুরু হয়। এমন অবস্থায় পরিবেশের প্রভাবে ইমামুল লাভ জনক পেশা মনে করে অবৈধ ইয়াবা ব্যবসা শুরু করেন। খুব অল্প সময়ে ইমামুলের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটে এবং গ্রামে পাকা বাড়ি তৈরি করেন। গবেষণার পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ইমামুলের ব্যাংকে ৫০ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা আছে। একদিন ইমামুলকে ইয়াবা ব্যবসার অপরাধে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে গোপালপুর গ্রামের সর্দাররা ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও মুচলেকা দিয়ে ইমামুলকে মুক্ত করে নিয়ে আসে।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে বলা যায়, মালবেদেরা হল একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। আর এ প্রান্তিকতার কারণে তারা রাষ্ট্রের সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং এই বঞ্চনার কারণে মালবেদে জনগোষ্ঠী অভাব-অনটন বা দারিদ্র থেকে মুক্ত হতে পারছে না। যার ফলশ্রুতিতে মালবেদে জনগোষ্ঠী বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছেন, যেমন- ইয়াবা ব্যবসা, চোরাচালান, চুরি ইত্যাদি। একই চিত্র Paul Farmer-এর গবেষণায়ও লক্ষ করা যায় (Farmer, 2006)।

অনানুষ্ঠানিক পেশায় নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে সমস্যা এবং পেশার নিরাপত্তা

মালবেদেরা টিকে থাকার জন্য তাদের অভ্যস্ত পেশা ছেড়ে অনানুষ্ঠানিক পেশায় অংশগ্রহণ করছেন। পুরুষরা নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে ধার নিয়ে এবং একটু একটু করে সঞ্চয় করে রিক্সা ও ভ্যান ক্রয় করে গ্রামের আশে পাশে তা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন। আবার যাদের ক্রয়কৃত জমি এবং স্থায়ী ঘর বাড়ি আছে তারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে কাঠের ব্যবসা, বাজারে মোদি দোকানদারী ও অটো ক্রয় করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড করছেন। প্রবন্ধের বিশ্লেষণে দেখা যায়, নারীদের থেকে পুরুষরা বেশি অনানুষ্ঠানিক পেশায় অংশগ্রহণ করছেন। কারণ নারীরা অনানুষ্ঠানিক পেশার সাথে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। আবার কিছু পেশা আছে, যেমন- রিক্সা, ভ্যান ও অটো চালানো ইত্যাদিতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃহৎ সমাজ খারাপ চোখে দেখে। ফলে দেখা যায় নারীরা নিজ গ্রামের মধ্যে ক্ষুদ্র ব্যবসা যেমন- মোদি দোকানদারী, গরমের দিনে সরবত এবং শীতের দিনে পিঠা বিক্রি করেন, বছরের নিয়মিত বিরতি দিয়ে দিয়ে চটপটি বিক্রি করেন, কেউ ক্ষুদ্র পরিসরে কাপড়ের ব্যবসা করছে, কেউ আবার সেলাই মেশিন কিনে কাপড় সেলাই করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। আর যে সকল নারী টিকে থাকার জন্য কোন উপায় খুঁজে পায় না, তারা গ্রামের আশে পাশে চেয়ে বা ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। বেদে নারীদের পিঠা ও সরবত বিক্রি ঋতুভিত্তিক এবং উর্পাজন অনিয়মিত। গবেষণায় দেখা যায়, গ্রামের মধ্যেই তারা পিঠা ও সরবত বিক্রি করেন। কারণ নিজ সম্প্রদায়ের মানুষ হলো তাদের মূল ক্রেতা, বৃহৎ সমাজের মানুষ তাদের তৈরি খাবার গ্রহণ করতে চায় না। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর এই আচরণ G.S.Ghurye, Pauline Kolenda, Mary Douglas এর গবেষণাকর্মের অচ্ছুত, বিশুদ্ধ এবং অপবিত্রতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয় (Ghurye, 1993; Kolenda, 1994; Douglas, 1966)। যাই হোক, জীবিকা নির্বাহ করার জন্য কিছু খানার নারীরা গ্রামের মধ্যে, কেউ আবার নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে কাঠ, বাশ ও টিন দিয়ে মাচার মতো দোকান তৈরি করে স্বল্প পরিসরে দোকানদারী করছেন। তাদের দোকানে দামী বা ভারী কোন পণ্য থাকে না এবং পণ্যের বৈচিত্র্যও কম থাকে। উদাহারণস্বরুপ, তাদের দোকানে সাধারণত চিপছ, বিস্কুট, চানাচুর, আইসক্রিম, পানি, জুস ও বিভিন্ন ধরনের পানীয় থাকে। গবেষণায় দেখা যায়, মালবেদে জনগোষ্ঠীর অনানুষ্ঠানিক পেশায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তার একটা ঘাটতি রয়েছে যা তাদেরকে অনেক সময় প্রান্তিক থেকে আরও প্রান্তিক পর্যায়ে নিমজ্জিত করে, যেমন- মালবেদে জনগোষ্ঠীর বেশ কিছু খানার সদস্য যারা ফেরি ঘাটে মজুরির বিনিময়ে ফেরি করে পানি, চা-কফি, জুস,পত্রিকা ইত্যাদি বিক্রি করতো। কিন্তু দেখা যায়, পদ্মা ব্রিজ চালু হওয়ার পর ফেরিঘাটের জমজমাট ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা দৈনিক ২০০/৩০০ টাকার মজুরিতে ফেরি করে যে পানি, চা-কফি, জুস বিক্রি করতো সেটা মন্দা ব্যবসার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দৈনিক ২০০/৩০০ টাকা দিয়ে বর্তমান বাজারে যে অমানবিক জীবন-যাপন করতো তা আরও হুমকির মুখে পড়ে। সে কারণে বেঁচে থাকার তাগিদে অনেকে অসৎ বা মাদক ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছেন। আবার যারা ফেরি ঘাটে লঞ্চে এবং বাসে নিজ উদ্যোগে ফেরি করে পত্রিকা, ফল, পানি, জুস বিক্রি করতো পদ্মা ব্রিজ হওয়ার কারণে তাদের আত্মকর্মসংস্থান হুমকির মুখে পড়ে। যেমন লঞ্চ চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে, ব্রিজ হওয়ায় বাস এখন আর থামে না, ব্রিজ দিয়ে সরাসরি চলে যায়। তবে খাঁন বাড়ির মোড়ে দুই একাট বাস অল্প সময়ের জন্য থামলেও জিনিসপত্র ফেরি করার জন্য বাসে উঠতে দেয় না। আবার কিছু মালবেদে পরিবারের সন্তানরা বাসের এবং টেম্পুর হেলপারি করে, কিন্তু দেখা যায় সামান্য অজুহাতে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করে। এছাড়া উত্তরদাতাদের কাছ থেকে জানা যায় পারিশ্রমিকের টাকা অনেক সময় ঠিকমতো পরিশোধ করে না। প্রবন্ধে দেখা যায়, অনেক মালবেদে

নারী প্রথাগত পেশা (সিঙ্গা লাগানো, দাঁতের পোকা ফেলানো, তাবিজ বিক্রি) ত্যাগ করে ফেরি করে কড়ি মালা, চুরি, ফিতা, চিরুনি, স্নো পাউডার, গলার চেইন, ক্লিপ ইত্যাদি বিক্রি করেন। কিন্তু বাজারে উল্লেখিত জিনিস পত্রের সহজলভ্যতা, আধুনিক টেকসই পণ্যসামগ্রি এবং বিশ্বায়নের ছোয়ায় মালবেদে নারীদের নিম্ন মানের পণ্য সামগ্রী কেউ কিনতে চায় না। ফলে দেখা যায়, পুঁজির অভাবে প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সাথে মালবেদেরা টিকতে পারছে না এবং উর্পাজন বৃদ্ধি না পেয়ে অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস পায়। এমন অবস্থায় অনেক মালবেদে প্রথাগত পেশা ত্যাগ করেও সার্বিক বিবেচনায় প্রান্তিক জীবন থেকে মুক্ত হতে পারছে না। মোটা দাগে বলা যায়, শুধু মাত্র টিকে আছে। অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির উপর বিশ্বায়নের প্রভাবের একই চিত্র পাওয়া যায় Carr and Chen (2001) এর গবেষণাকর্মে।

উপসংহার

মালবেদেরা বাংলাদেশের একটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা এক সময় নৌকায় বসবাস করত। তবে বর্তমানে গোপালপুর গ্রামের মালবেদেরা ডাঙ্গায় বসবাস করছেন। তাদের মধ্যে এখন আর কেউ নৌকায় বসবাস করে না। অনেকে জমি ক্রয় করে টিনের ঘর,পাকা বাড়ি তৈরি করে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। আবার কেউবা ডেরা, তাবু তৈরি করে অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। দরিদ্রতা, কর্মসংস্থানের অভাব, শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব এবং বৃহত্তর সমাজের প্রভাবে কিছু মালবেদে প্রথাগত পেশা ত্যাগ করে স্বল্প পুজিঁ নিয়ে নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক পেশায় অংশগ্রহণ করছেন। প্রবন্ধে দেখা যায়, যে সকল মালবেদে অনানুষ্ঠানিক পেশায় অংশগ্রহণ করেছেন তাদের অনেকের অতীতের তুলনায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া তাদের মধ্যে অনেকে ব্যাংকে অর্থ সঞ্চয় করছেন যা জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করছে। তাই বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের অর্থনীতিকে অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক পদ্ধতির বিশ্লেষণ ছাড়া উপলদ্ধি করা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বজায় রাখতে হলে সরকারের এ খাতের দিকে নজর দেয়া উচিত। পাশাপাশি প্রান্তিক মালবেদে জনগোষ্ঠী তাদের অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি পরিচালনা করতে গিয়ে যেন কোন হয়রানির শিকার না হয় সেদিকে সরকার বা প্রশাসনের আন্তরিক দৃষ্টি দেয়া উচিত। পরিশেষে বলা যায়, মালবেদে জনগোষ্ঠী অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির দ্বারা নিজেদের জীবন মান উন্নয়নের চেষ্টা করছেন, পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে, মালবেদে জনগোষ্ঠীর সফলতার সাথে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য কিছু কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি, যেমন- ১। সরল সুদে ঋণ প্রদান ২। কারিগরী শিক্ষা বা ট্রেনিং প্রদান করা ৩। কুটির ও হস্ত শিল্পের প্রশিক্ষণ প্রদান করা ৩। নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ৪। মালবেদে জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে জাতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন নীতিতে অনানুষ্ঠানিক খাতের ওপর জোর দেওয়া ৫। গভীর বিশ্লেষণের জন্য অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি সম্পর্কিত তথ্য অনুসন্ধান করা ৬। জাতীয় আয় হিসাবে অনানুষ্ঠানিক খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা, পাশাপাশি গুরুত্ব দেওয়া ৭। মালবেদে জনগোষ্ঠীর নারী-পুরুষ যারা কবিরাজী পেশার সাথে জড়িত তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামীণ চিকিৎসকে পরিণতকরণ ৮। অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি, যেমন- কুটির শিল্পের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা নিশ্চিত করা। এই সমস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে মালবেদে জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব।

গ্রন্থপঞ্জি

আহমেদ, ওয়াকিল (১৯৯৫)। *বাংলা লোকসাহিত্য মন্ত্র।* ঢাকা: *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।*

আহমেদ, এ আই মাহবুব উদ্দিন (২০১৬)। *অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি: একটি পর্যালোচনা।* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: *সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ।*

খান, আকবর আলী (২০০০)। *পরার্থপরতা অর্থনীতি*। ঢাকা: *ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।*

চৌধুরী, শামসুদ্দোহা (২০০৩)। ঢাকা: *যুগান্তর*, ৫ই সেপ্টেম্বর।

ঢাকা জেলা গেজেটীয়ার (১৯২৩)। পৃ-১২৩।

বিশ্বাস, রঞ্জনা (২০১৫)। *বাংলাদেশের বেদে জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*। ঢাকা-১২০৫: *মধ্যমা মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন্স লিমিটেড।*

রহমান, কাজী মিজানুর (২০১৪)। মুন্সিগঞ্জের মালবেদে জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের ধারা: একটি নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণা। ঢাকা: *সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র*, ৫৮-৬৭।

লাইজু, নাজমুন নাহার (২০১১*)। বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়।* ঢাকা: *শোভা প্রকাশ।*

সানেম (২০১৮)। অর্থনৈতিক উন্নয়ন চাকরির নিশ্চয়ত দিচ্ছে না ঃ ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বাজেট পর্যালোচনা, ঢাকা: *সমকাল।*

Ahmed, N. U. (1962). The Laua Community. In John E Owen (Ed.), Sociology in East Pakistan (pp-). *Dacca: Asiatic Society of Bangladesh.*

Asian Development Bank. (2010). The Informal Sector and Informal Employment in Bangladesh: Country Report 2016.

Carr, M. and Chen, A. M. (2001). "Globalization and the Informal Economy: How Global Trade and Investment Impact on the Working Poor". Background paper commissioned by the ILO Task Force on the Informal Economy. Geneva, Switzerland: International Labour Office.

Charmes, J. (1998). Informal Sector, Poverty and Gender: A Review of Empirical Evidence. Washington D.C.: The World Bank.

Chen, M. (2004), "Rethinking the Informal Economy: Linkages with the Formal Economy and the Formal Regulatory Environment", Paper Presented to Unlocking Human Potential: Linking the Informal and Formal Sectors, EGDI and UNU-WIDER Conference, Helsinki, 17 – 18, September.

Chen, M. (2005). Rethinking the Informal Economy: Research Paper 2005/10. Harvard University.

Chowdhury, J. H. (1998). *Pearl Women of Dhaka*. Dhaka: Bangla Academy.

Dilnot, A.& Morris, C. (1981). What do we know about the black economy in the United Kingdom? *Fiscal studies*,2 (March),163-179.

Douglas, M. (1966). *Purity and Danger*: *An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo*. United Kingdom: Routledge and Kegan Paul.

Economic Commission for Africa (2005). Economic Report on Africa: Meeting the Challenges of Unemployment and Poverty in Africa, Economic Commission for Africa, Addis Ababa.

Farmer, P. (2006). "*Aids and accusation*: Haiti and The Geography of Blame." Berkeley: University of California Press.

Feige, E.(ed). (1989). The Underground Economies: Tax evasion and information distortion Cambridge, M.A.*:* Cambridge University Press.

Ferman, p. & Ferman, L. (1973). The structural Underpinning of the irregular economy. *Poverty and Human Resources Abstracts*,8. 3-17.

Frey. B. W, H. and Pommerehne, W. (1982). How the shadow economy grow in Germany? An exploratory study. *Review of world Economics*. 118,499-524.

Ghurye, G. S. (1993). *Features of the Caste System*, in Dipankar Gupta (ed). Social Stratification. Delhi: Oxford University Press.p35-48.

Gutman, P. (1977). The Subterranean economy. *Financial Analysis Journal*, 33,24-27ff.

Hart, K. (1973). Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana.*Journal of Modern African Studies* 11(1): 60-89. Http://Www.Researchgate.Net/Publication/282461932.

International Labour Organization (2002) "Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture".

ILO (1993). *Statistics of Employment in the Informal Sector*. Report lll ICLS/15/III. Fifteenth International Conference of Labour Statisticians. Geneva ; ILO.

ILO (1972). Employment, Incomes and Equality: A Strategy for Increasing Productive Employment in Kenya. Geneva, Switzerland: ILO.

ILO (2002). Decent work and the Informal Economy. Report VI. Geneva ; ILO.

Kolenda, P. (1994). Purity and Pollution, In T.N.Madan (ed.). Religion in India. Delhi. Oxford University Press.p78-96.

Losby, J. L. ; Else, J. F. ; Kingslow, M. E. ; Edgcomb, E. L. ; Malm, E.T. and Kao, V. (2002). Informal Economy Literature Review. Charles Stewart Mott Foundation. ISED Consulting and Research. 249 East Main Street, Building L, Suite L, Newark, DE 19711.

McCrohan, K., & Smith, J. (1986, April). A consumer expenditure approach to estimating the size of the underground economy. *Journal of Marketing*, 50, 48-60.

U.S. Department of Labor. (1992). *Estimating underground activity*. Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Naylor, R.T. (2005). The Rise And Fall Of The Underground Economy. *Brown Journal Of World Affairs.* Volume *Xi,* Issue 2 (Winter/Spring 2005).

Onwe, J.O. (2013). Role of the Informal Sector in Development of the Nigerian Economy: Output and Employment Approach. *Journal of Economics and Development Studies* 1(1); pp. 60-74.

Plattner, S. (Ed.) (1989*). Economic Anthropology*. Stanford: Stanford University Press.

Rahman, H. (1990). The Shandar Beday Community of Bangladesh: A Study of a Quasi-Nomadic People. Unpublished Ph.D thesis. Dhaka: Bangladesh.

Uzzell, J. (1980). Mixed Strategies and informal sector: Three faces of reserve labor. *Human Organization*.39.40-49.

Wise, J. (1883). *Notes On the Races, Castes and Traders of Eastern Bengal*. London*: Harrison & Sons.*

Yeasin, H. (2022). Informal Sector and Economic Growth in Bangladesh. Interdisciplinary *Journal of Applied and Basic Subjects*.1(12). 48-61. ISSN 2-2583-052x.